তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

প্রথম আলো

২০ বছর ধরে বেতন পান না এক শিক্ষক!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কর্তৃপক্ষের অবৈধ বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করে জিতেছেন, সময় লেগেছে ১১ বছর। এরপর পাওনা বেতন-ভাতার জন্য চেষ্টা-তদবির, মামলা। কেটেছে আরও নয় বছর। আগামী ৩১ ডিসেম্বর চাকরির মেয়াদ শেষ শামীম আখতারের। কিন্তু চলতি ও বকেয়া পাওনার কোনো খবর নেই।

গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ২০ বছরের জীবনসংগ্রামের চিত্র তুলে ধরলেন কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের বেগম জামিলা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামীম আখতার। বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত।

শামীম আখতার বলেন, '২০ বছর ধরে বেতন-ভাতা না পেয়ে দুঃখ ও গভীর হতাশায় জর্জরিত হয়ে পড়েছি। নিরুপায় হয়ে বিদায়মুহূর্তে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হয়েছি। আশা করি, তাঁর হস্তক্ষেপে শান্তিতে বিদায় নিতে পারব।'

শামীম আখতার বলেন, তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে বেগম জামিলা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি তাঁকে বরখাস্ত করে। এর বিরুদ্ধে তিনি স্কুল কমিটি ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে মামলা করেন। ২০০১ সালে আদালত বরখাস্তের আদেশ বাতিল করে রায় দেন। এর বিরুদ্ধে স্কুল কমিটি ও শিক্ষা বোর্ড জজকোর্টে আপিল করলে তা ২০০৩ সালে খারিজ হয়। এরপর শিক্ষা বোর্ড ও স্কুল কমিটি হাইকোর্টে আপিল করলে তা-ও খারিজ হয় ২০০৭ সালে। এরপর তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিতে গেলে কমিটি বাধা দেয়। এর বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টের আদেশ কার্যকর করার জন্য আবার আদালতে যান। এই পর্যায়ে তিনি স্বপদে যোগ দেন। যোগদানের পর বিধি মোতাবেক কুমিল্লা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বকেয়া ও চলতি বেতন-ভাতার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বেতন-ভাতা পরিশোধ না করায় ২০০৯ সালে বকেয়া পরিশোধের জন্য মামলা (মানি সুট) করেন তিনি। ২০১০ সালে মামলা খারিজ হলে এর বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে যান। হাইকোর্ট ২০১৩ সালে তাঁর সরকারি ও বেসরকারি সমুদয় বকেয়া ও চলতি ভাতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

শামীম আখতার বলেন, হাইকোর্টের রায়ের মূল কপি নিয়ে তিনি পাওনা বেতন-ভাতার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে যান। কিন্তু এবারও কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদন গ্রাহ্য করেনি। এ অবস্থায় ২০১৫ সালের নভেম্বরে তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কুমিল্লা জেলা জজকোর্টে জারি মামলা করেন, যা এখনো বিচারাধীন। আগামী ৩১ ডিসেম্বর তিনি অবসরে যাচ্ছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শামীম আখতার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'স্বামী ও পরিবারের সমর্থনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে জয়ী হয়েছি। কিন্তু যাঁরা হেরে গেছেন, তাঁরা আমার পাওনা বেতন-ভাতা ঠেকিয়ে রেখে জিততে চাইছেন।'

জানতে চাইলে বেগম জামিলা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এ কে এম মনিরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি কয়েক মাস হলো ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন। এর আগে অন্যরা এ দায়িত্বে ছিলেন। এর বেশি কিছু বলতে তিনি রাজি হননি।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) এলিয়াছ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, আদালতের রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।